“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

গণ সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান হকা, প্রধান অতিথির সহধর্মিনী তাজমিরা খাতুন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আমিরুল বারী মোতালেব।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাজীপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় বিএনপি নেতা কামাল হোসেন (বিএসসি), যুবদলের সাবেক সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদ, যুবদল

নেতা শাহিবুল ইসলাম, ঢাকা বাংলা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ, মহিলা দল নেত্রী ও সাবেক মেম্বর সাবিনা ইয়াসমিন, ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম, রেজানুল হক ইমন, রিমন হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ওয়াসিম আকরাম, বিএনপি নেতা জামশেদ আলী, জহুরুল ইসলাম, মজনুর রহমান, আক্তারুজ্জামান মাস্টার, ইলিয়াস হোসেন মাস্টার, বকুল হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর শাহিন আলী, বিএনপি নেত্রী শুকিলা খাতুন, বকুল আহমেদ, ছাত্রনেতা রেজানুল হক রিমন, শামীম আহমেদ, অ্যাডভোকেট পাভেল, আনারুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, এদেশ থেকে স্বৈরাচার হাসিনা ও আওয়ামীলীগের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অন্তবর্তিকালীন সরকারের কাছে এই আহবান জানান তিনি। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার বিএনপির হাজার হাজার নেতাকমীর্র নামে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপর জুলুম, অন্যায় অত্যাচার করেছে। অন্তবতীর্কালীন সরকারের প্রতি অনুরোধ তাদের কমপক্ষে ১০ বছর যাবত এদেশে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ভারত খুনি হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এদেশের মানুষ খুনি হাসিনার সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে।

তিনি বলেন, ডক্টর ইউনুসের নামে ষড়যন্ত্রমুলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন

করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।